শ্রীশ্রীহরি সহায়।

অরুণপদে ভরসা মাত্রসার

টুসুর গান

শ্রীঅর্জ্জুন মাহাত কর্ত্তৃক রচিত।

গ্রাম— শীতলপুর

পোষ্ট—হাড়ামডাঙ্গা

থানা+জেলা—পুরুলিয়া।

—প্রকাশক—

শ্রীঅমূল্য মাহাত　　　　শ্রীঅমূল্য গরাই

— গায়ক—

শ্রীবিপিন মাহাত　　　　শ্রীরাধানাথ মাহাত

গ্রাম—বাঘাটাড়।

মূল্য ২৫ পয়সা মাত্র

টুসু মাতার বন্দনা

১) নং রং ॥ শরণ নিয়েছী গো তোমায়।
দয়া কর মা টুসু আমায় ॥

১। আঘন মাসের সংক্রান্তিতে, মোদের বাড়ী এলে তাই
নানা জাতি ফুল তুলিয়ে, পুজব দুটী রাঙ্গা পাই ॥

২। সতবা আনন্দ প্রাণে, লাগে মাতব পুজাই।
তবনাম সংকীর্তন, সন্ধ্যাতে করে সবাই ॥

৩। কৃপা করে এইবর, দিবে অধম অর্জ্জুনাই।
বছর বছর তুমার পুজা, করি যেমন প্রাণ যাই।

২ নং সীতা বিনে রামের খেদ ॥

রং ও ভাই লক্ষণ কি করি এখন।
সীতা বিনে না বাঁচে জীবন ॥

১। কি করিব কোথা যাব, বল প্রাণের লক্ষণ।
তিলেক আমি রইতে নারি, না দেখিলে সীতাধন।

২। কি করে ভুলিব আমি, সীতার চাঁদ বদন।
চন্দ্র মুখের হাঁসি সীতার, মনে পড়ে ঘনে ঘন।

৩। বিমাতার বাক্যধরি, আমি আসিয়া কানন।
প্রাণের জানকী সীতা, হারালি জন্মের মতন।

৪। রাজলক্ষী সীতাদেবী, বলে এতিনভুবন।
লক্ষীছাড়া হয়ে মোদের, জন্ম যাবেক অকারণ।

৫। ওরে বনের তরুলতা, ওরে বনের পশুগণ।
প্রাণের জানকী আমার, কেবা করিল হরণ।

৬। কাঁদিয়া কাঁদিয়া রাম, সীতা করে অন্বেষন।
অর্জ্জুন জনে জানে শুনে, কান্দ প্রভু কি কারণ।

সীতা ফিরে দিবার জন্য রাবণের প্রতি
মান্দোদরীর অনুরোধ ॥

ধুঃ এই নিবেদন করি তুমারে।
রামের সীতা দাও রামে ফিরে।

১। বানর সৈন্য লয়ে রাম, আসিল লঙ্কাপুরে।
এবার তুমি লঙ্কাপুরি, রাখিবে কিবা করে।

২। বিপদ হেরিয়ে তুমায়, ছেড়ে গেল শঙ্করে।
তব ভ্রাতা বিভীষণ, সেও জল রামের ধারে।

৩। শ্রীরাম মনুষ্য নয়, ভাব তুমি অন্তরে।
জলের উপর ভাসাইল, দেখ বৃক্ষ পাথরে।

৪। সুপ নখার অপমান, সে কথা রাখব দূরে।
রাক্ষস কূল রক্ষাকর, আমার বাক্য ধরে।

৫। সীতা লয়ে চল মোরে, যাব রামের গোচরে
অর্জ্জুন বলে সীতা পেলে, ফিরে রাম যাবে ঘরে।

ধুঃ শুন রাণী বলি গো তোমায়।
আমি ফিরে না দিব সীতায়।

১। সীতা ফিরে যদি আমি, দিব তুমার কথায়।
এতিন ভূবনে হাঁসি, দিবেন মোরে সবাই

২। বলিবেক বিভিষন, আর যত দেবতায়
সীতা ফিরে দিল রাবণ, যুদ্ধেতে ডরিয়া তাই।

৩। ছোট হবে মোটা কথা, বলিবে সবে আমায়।
বড় হয়ে মোটা কথা, প্রাণেতে নাহি সহায়॥

৪। সীতাকে না দিব ফিরে, যুদ্ধে ত সৈন্য সাজায়।
মারিব কিংবা মরিব, অর্জ্জুন অর্জ্জুনে গাই।

আর

ধুং ধৈর্য্য ধরা না যাই প্রাণে।

শ্যামকে না দেখিলে নয়নে।।

পিরিতী পাতায়ে বঁন্ধু, রহিল কোনখানে।

কি বলিব বঁন্ধুই দেখা, পাইনা গটা আঘনে।।

২। গুণের বঁন্ধুই না দেখিলে, কাঁন্দব কাঁন্দব হয় মনে

উচ্চস্বরে কাঁন্দতে নারি, লোক লজ্যার কারণে।।

৩। একেতে অবলা নারি, দুয়ে পড়ি যৌবনে।

তিনে মারে কামবানে, বিঁন্ধিছে ঘনেঘনে।

৪। অর্জ্জুন ভনে বঁন্ধু বিনে, পুড়ি প্রেমের আগুনে।

প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুন, নিমাই বল কেমনে

১৪) ধুং কোথায় নিশী ছিলে বাঁকা শ্যাম।

ওকার পুরালেহে মনস্কাম।

১। আসব বলে আশা দিয়ে, গেলে বঁন্ধু, নিজধাম।

আসব বলে না আইলে, তুমার কথার নাইখে দাম

২। না আসিব বলে যদি, আগে আমি জানিতাম।

তবে কেনে সারানিশী, বসে বসে ভাবিতাম।

৩। কত মনের আশা করে, বিছানা পাতে ছিলাম।

বিছানা হইল বাসী, মোর কপালে এত বাম।

৪। সকালেতে দিলে দেখা, নির্লজ নিঠুর শ্যাম।

অর্জ্জুন বলে যাওহে ফিরে, তোর সঙ্গে আর নাইখে কাম

১৫) ধুং রইতে নারি তোকে না হেরি।

ওকি বলবলো সহচরি।

১। সদা হৃদে জাগে আমার, তুমার রূপের মাধুরী।

তিলেক তোরে না দেখিলে, আমি যে ভাবে মরি।

২। তুমার মুখের হাঁসি, আমি ভুলিতে নারি।
আড নয়নের মুচকি হাঁসি, ভুলব বল কি করি।

৩। ঘর দুয়ার ছাড়ে ক্ষেপা লোক সদা বেড়াই ঘুরি।
সেই মতন তুমায় বিনে, ঘরে থাকা হয় ভারি।

৪। অর্জ্জুন বলে তুই যে ধনি, করলি প্রেমের ভিক্ষারি।
দিবানিশী মন উদাসী, তুমায় বিনে সুন্দরি।

১৬) রং শায়া শাড়ী না দিলে কিনে।
অভাব রাখব না তুমার সনে।

১। তুঁই যে বন্ধু বলে ছিলে, পিরিতী পাতায় দিনে।
পৌষ পরবে শায়া শাড়ী, দিব যে কিনে আনে।

২। দিনর দিন গত হল, পড়ে কিনা হে মনে।
নাইতো আমার পৌষপরটি, যাবেক যে অকারণে।

৩। পাকিটেতে পওসা নাই তোর, বুঝা যাই অনুমানে।
পওসা নাই যার মুরাদ ওতার, থাকে না কোনখানে।

৪) ঠেঁটপাড়া আর হাতনাড়া তোর, এইখানে নিলামখানে
রাখব না আর ভালবাসা, বলে অধম অর্জ্জুনে।

১৭ নং রং আইগো ধনি তুই বিয়ে যাচ্ছে।
তকে কিনে দিব পান খাতে।

১। ঠাণ্ডামিঠা পান কিনিয়ে, দিবধনি তোর হাতে
পান খায়ে মুকলাল করিবে, চাঁদবিলো দেখাই দাঁতে।

২। যত টাকা লাগুক কিনে, দিব শায়া শাড়ীতে।
পরে উড়ে বুলবি ঘুরে, দুঃখ হবে না তাতে।

৩। পায়ে আলতা মুখে পাউডার, ছেক্রেল ফিতা খোঁপাতে
কুমকুম কিনে দিব আনে, কপালে ফোঁটা দিতে।

৪। হাঁসে খেলে বুলন ঘুরে, আমি তুমি একসাথে।
অর্জ্জুন বলে ছাড়লে ছাড়া, হবনা কোন মতে ॥

১৮। নং রং লাল শাড়ীটাই দেখাছ ভাল।
কাল কলিস্ত তুঁই কিকল।

১) এমনি সখের লাল শাড়ীটা, গাটা তোর করে আলো
শুনগো ধনি অবেদনী, হেরে নয়ন জুড়াল।

২। লাল শাড়ীতে নীল আঁচলা, সাজেসে কিবা বলা
তিলেক ভালিয়া আমার, চোখ দুটা ঠিকরাঁই দিল।

৩) লাল শড়ীতে কি গুণ জানে, মনকে যে হরে নিল।
অর্জ্জুন বলে ছাড়বনা তোর, সঙ্গেতে নিয়ে চল।

১৯। নং লাল শাড়ীটাই লিল মনহরে।
আমি মনকে বুঝাই কি করে।

১) কি যোগমহনী আছে, লাল শাড়ীটার ভিতরে,
তিলেক তারেনা দেখিলে, রইতে না পারি ঘরে।

২) খাওয়াদুয়া পরিপাটী, সকলযে গেল দুরে,
মনে মনে ও ভাই আমার, লাল শাড়ীটাই মন পড়ে।

৩) অধম অর্জ্জন বলে, মনবোধব কি করে,
এমনি মন হচ্ছে যেমন জড়ের বানে ঢেউমারে।

২০। নং রাবণের উক্তি
ইন্দ্রজিত সাজরে সমরে।
আগে মার ঘর পুড়া বানবে।

১) কি যোগে জুটায়ে বিধি, দিয়েছে রামের ধারে।
বড় বড় কাজ রামের ঐ বেটাই সকল সারে।

২) দুরন্ত সাগর লঙ্ঘিয়া, আসিয়া লঙ্কাপুরে,

সীতা দেখে বার্ত্তালয়ে, দিল রামের গোচরে ॥

৩। অমৃতের বন ভাঙ্গিয়া, বধে অক্ষয় কুমারে।
লেজে অগ্নি দিয়ে বেটা, লঙ্কাপুর দাহন করে ॥

৪। মরিল না মরে রাম, ঘর পুড়া হনুর ভরে।
ঔষধ আনিয়া বেটা, প্রাণ বাঁচাই বারেবারে ॥

৫। ঘর পুড়াকে রণে যদি, নাপার বাবধিরে।
অর্জ্জুন বলে রাখিতে তবে, নারবি রামের সীতারে ॥

২১ নং রং ঘর পুড়াকে রণে পারা ভার
বেটা বানরের মধ্যে সার ॥

১। শত যোজন সাগরেতে কেবা পারে লঙ্ঘিবার।
ঘর পুড়া শত যোজন, এক লাফেতে হল পার ॥

২। আটার মাসের পথ, গন্ধমাদন যাবার।
এক রাতেতে ঘর পুড়া, যাতে পারে শতবার ॥

৩। জল অগ্নি নাহি মানে, সকল জিনিষ তুচ্ছভার।
হেন হনুই জিনি বরে শক্তি আছে বল তার ॥

৪। লেজে লোমে পাহাড়বেঁধে, আনিয়া হাজার হাজার
পাহাড় বাজড়াঁয়ে রণে, রাক্ষসে করে সংহার ॥

৫। ঘর পুড়াকে দেখতে গেলে, ভয়ে প্রাণ কাঁপে সবার
অর্জ্জুন বলে ঘর পুড়ার, হাতে নাহিক নিস্তার ॥

—— সমাপ্ত ——